بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়: একটি তাত্ত্বিক ও ফিকহী বিশ্লেষণ।

খতমে কুরআনের বিনিময়ে অথবা খতম তারাবীহ পড়ানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয কিনা?

মাসআলাটি নির্ভর করে অন্য একটি মাসআলার উপর; অর্থাৎ এটি হলো অন্য একটি মাসআলার শাখা। তা হলো— কোনো ইবাদত বা দ্বীনী খেদমতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কি না?

এখানে প্রথমত মূল শরয়ী বিধান হলো, কোনো প্রকার দ্বীনী খেদমতের বিনিময়ে বেতন বা হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ নেই। কেননা হাদিস শরীফে এমন হাদিয়া গ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি আসহাবে সুফফার কয়েকজন সাহাবীকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি। অতঃপর তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়েছে। আমি মনে মনে বললাম, এটি তো বিনিময় নয়, আর তা দিয়ে তো আমি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করব; তাই এটি হয়তো হালাল হবে। তবুও আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলাম।"

অতঃপর আমি হুজুর (সা.)-এর দরবারে এসে আরয করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে কয়জন লোককে আমি কুরআন শিখিয়েছিলাম, তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়েছে। আমি ভাবলাম এটি তো বিনিময় নয়, আর তা দিয়ে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব।" তখন হুজুর (সা.) বললেন—

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِّنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

"তুমি যদি পছন্দ কর যে, তোমাকে একটি আগুনের হার পরিয়ে দেওয়া হোক, তবেই তুমি তা গ্রহণ কর।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৪১৬)

একই রকমের আরেকটি ঘটনা হযরত উবাই বিন কাব (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "আমি এক লোককে কুরআন শিখিয়েছি, অতঃপর সে আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। পরে আমি বিষয়টি হুজুর (সা.)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন—

إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِّنْ نَارٍ

"যদি তুমি তা গ্রহণ করো, তাহলে যেন তুমি একটি আগুনের ধনুক গ্রহণ করলে।" হযরত উবাই (রা.) বলেন, "অতঃপর আমি ধনুকটি ফিরিয়ে দিলাম।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২১৭৬)

অন্য এক হাদিসে আছে, হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন—

اِقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوْا بِه

"তোমরা কুরআন পাঠ করো এবং এর মাধ্যমে (উপার্জন করে) খেয়ো না।" (মুসনাদে আহমাদ ১/৪২৮)

অন্য হাদিসে আছে, হযরত উসমান বিন আবিল আস (রা.) বর্ণনা করেন—

إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

হুজুর (সা.) সর্বশেষে আমার কাছ থেকে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তা হলো— আমি যেন মসজিদের জন্য এমন মুআজ্জিন গ্রহণ করি, যে আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না। (তিরমিযি: ২০৯ / আবু দাউদ: ৫৩১)

উপরিউক্ত হাদিসগুলোর ভিত্তিতে এ কথা বোঝা যায় যে, কোন দ্বীনী খেদমত বা ইবাদতের বিনিময়ে হাদিয়া বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই. এবং এটি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মূল ফতোয়া. যেমন – ইমাম কুদুরী রহ. বলেন:

ولايجوز الاستيجار على الأذان و الإقامة وتعليم القرآن والحج. (مختصرالقدوري- كتاب الإجارة ص: 104)

আযান, একামত এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই. (মুখতাসারুল কুদুরী পৃ- ১০৪)

ফতোয়ায়ে শামীতে আছে –

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستيجار عليها عندنا (رد المحتار55/6)

"মূলনীতি হলো— যে সকল ইবাদত বা নেক কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুসলিম হওয়া শর্ত, আমাদের (হানাফী মাযহাবের) মতে সেগুলোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই।" (রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫)

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুগনী'-তে এই বিষয়গুলোকে 'অধ্যায়: যা কিছুর বিনিময় গ্রহণ জায়েজ নেই' -এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে—

فصل: القسم الرابع - (أي من فصل ما لا تجوز إجارته) - القُرب التي يختص فاعلُها بكونه من أهل القُربة يعني يُشترط كونه مسلما – كالإمامة و الأذان والحج وتعليم القرآن. نصّ عليه أحمد وبه قال عطاء والضحّاك بنُ قيس وأبوحنيفة والزهري. (المغني لابن قدامة 410/5)

পরিচ্ছেদ: চতুর্থ নং প্রকার— (অর্থাৎ যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ নয়) এমন সব নেক কাজ যা সম্পাদনকারীকে অবশ্যই নেক কাজের যোগ্য হতে হয়— অর্থাৎ তার মুসলিম হওয়া শর্ত। যেমন: ইমামতি, আযান, হজ এবং কুরআন শিক্ষা। ইমাম আহমদ (রহ.) স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। আতা, দাহহাক বিন কায়স, আবু হানিফা এবং যুহরী (রহ.)-ও একই মত পোষণ করেছেন। (আল মুগনী, ইবনে কুদামা: ৫/৪১০)

কিন্তু পরবর্তী যুগের ফক্বীহগণ ওই সমস্ত দ্বীনী খেদমতে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন, যেগুলোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে অন্য কোনো কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করা এবং সেগুলোতে সময় দেওয়া খুবই জটিল হয়ে পড়ে। এমনকি সেগুলো ঠিকমতো আঞ্জাম দেওয়া অসম্ভবপ্রায় হয়ে পড়ে; যেমন— পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি। এই খেদমত যিনি আঞ্জাম দেন, তাঁর ওপর দিনে পাঁচবার একই জায়গায় হাজিরা দেওয়া এবং এই নির্দিষ্ট সময়গুলোর জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে প্রস্তুত থাকা জরুরি হয়ে পড়ে। সেজন্য জরুরতবশত এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ। তদ্রূপ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে বেতন গ্রহণ করাও জায়েজ। নিম্নে এ বিষয়ে ফতোয়ায়ে কাজী খানের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো—

قال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله: إنما كره المتقدمون الاستيجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجر على ذلك لأنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين وإقامة الحسبة. وفي زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخرة فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختَلّ معاشهم. فقلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيه. (فتاوى قاضيخان 2/ 226 دار الكتب العلمية- بيروت)

শেখ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহ.) বলেন: "পূর্ববর্তী আলেমগণ কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং এর বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করাকে অপছন্দ করতেন। কারণ সেই আমলে সরকারি কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে শিক্ষকদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া তখন দ্বীনি কাজের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ ছিল এবং তারা সওয়াবের আশায় এসব কাজ আঞ্জাম দিতেন।"

"কিন্তু আমাদের সময়ে তাদের সেই সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আখেরাতের কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। এখন যদি শিক্ষকরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও (বিনা পারিশ্রমিকে) শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন, তবে তাদের জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। তাই আমরা কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে বৈধ বলেছি এবং শিক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদান করাকে ওয়াজিব বা আবশ্যক সাব্যস্ত করেছি; এমনকি যদি কোনো পিতা তার সন্তানের শিক্ষককে পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করেন, তবে তাকে এজন্য আটকও করা যাবে।"

(সূত্র: ফতোয়ায়ে কাজীখান ২/২২৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আল্লামা শামী (রহ.) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, পরবর্তী যুগের ফকিহগণ ঢালাওভাবে সব ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক জায়েজ বলেননি, বরং বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে মূলনীতির বাইরে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন—

وقد اتّفقتْ كلمتُهم جميعًا على التّصريح بأصل المذهب مِن عدم الجواز ثمّ استثنَوا بعده ما علمتَه. فهذا دليل قاطع و برهان ساطع على أن المفتَى به ليس هو جواز الاستيجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط ممّا فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طروّ المنع. (رد المحتار: 6/ 56)

"পারিশ্রমিক জায়েজ না হওয়ার যে 'আসল মাযহাব' বা মূলনীতি রয়েছে, তার ওপর সকল ফকিহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতঃপর তারা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রকে এর বাইরে রেখেছেন যা ইতিপূর্বে আপনি জানতে পেরেছেন। এটি একটি অকাট্য দলিল ও উজ্জ্বল প্রমাণ যে, সকল ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা 'মুফতা বিহি' (ফতোয়া প্রদত্ত বিষয়) নয়; বরং কেবল ওই নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতেই পারিশ্রমিক জায়েজ যেখানে প্রকাশ্য প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। আর এই প্রয়োজনীয়তাই মূলনীতি থেকে বের হয়ে আসার অনুমতি দেয়"।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফক্বীহগণ কেবল ওই সমস্ত দ্বীনী খেদমতের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ বলেছেন, যেগুলোর মধ্যে প্রধানত দুটি বিষয় পাওয়া যায়:

১. সেটি এমন কোনো আবশ্যকীয় দ্বীনী খেদমত হওয়া, যা আঞ্জাম না দিলে দ্বীনের মৌলিক কাঠামোতে বড় ধরনের ত্রুটি বা বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

২. সেটি এমন কোনো খেদমত হওয়া, যার পেছনে নিয়মিত দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়; ফলে যিনি এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন, তাঁর পক্ষে অন্য কোনো পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে।

সুতরাং, এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী যে খেদমতগুলো এই ধরনের দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং নিয়মিত নয়, সেগুলোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাজায়েজ হবে না। — والله أعلم بالصواب

অনেকে মনে করে যে, বিনিময়কে কেবল 'হাদিয়া' নাম দিলেই তা জায়েজ হয়ে যায়। অথচ উপরে বর্ণিত হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) ও হযরত উবাই বিন কাব (রা.)-এর বর্ণনা দুটি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, কোনো দ্বীনী আমল বা খেদমতের পরে হাদিয়ার নামে যা প্রদান করা হয়, তা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। কারণ, এটি মূলত হাদিয়া নয় বরং কাজেরই একটি প্রতিদান।

যাই হোক, উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, ফক্বীহগণ যে দুটি ওজরের ভিত্তিতে দ্বীনী কাজের বিনিময় গ্রহণ জায়েজ বলেছেন, খতম তারাবি পড়ানোর ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি আছে কি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি— খতম তারাবির ক্ষেত্রে ওই শর্ত দুটি নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত।

প্রথমত: খতম তারাবি না পড়ালে দ্বীনের মৌলিক কাঠামোতে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয় না। কারণ, এর বিকল্প হিসেবে 'সূরা তারাবি' পড়া যায়। তা ছাড়া তারাবি কোনো ফরজ নামাজ নয় এবং তা একাকীও পড়া যায়। কোনো হাফেজ সাহেব যদি বিনিময় ছাড়া খতম তারাবি না পড়ান, তবে বড়জোর একটি সুন্নাত আমল (তারাবিতে কুরআন খতম করা সুন্নাত) তরক হবে। আর শুধুমাত্র একটি সুন্নাত পালনের অজুহাতে একটি বড় ধরনের হারাম কাজ জায়েজ হয়ে যেতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: খতম তারাবি পড়ানো এমন কোনো ব্যস্ততা নয়, যার কারণে জীবিকা উপার্জন করা অসম্ভব বা জটিল হয়ে পড়ে। কারণ, এটি কেবল রাতের আমল, দিনের ব্যস্ততা নয়। আবার এটি মাত্র এক মাসের আমল, পুরো বছরের নয়।

সুতরাং, খতম তারাবির বিনিময়ে হাদিয়া বা পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েজ ফতোয়া দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই; এবং একে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়মিত ইমামতির সাথে তুলনা করারও কোনো সুযোগ নেই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— ফক্বীহগণের একটি স্বীকৃত মূলনীতি রয়েছে: (المعروف كالمشروط); অর্থাৎ, কোনো বিনিময় যদি সমাজে প্রথা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও স্বীকৃত থাকে, তবে সেই বিনিময়ের জন্য মৌখিকভাবে শর্ত দেওয়া না হলেও তা শর্তযুক্ত চুক্তির মতোই গণ্য হবে।

আমাদের সমাজে খতম তারাবি পড়ানোর বিনিময়ে অর্থ প্রদান ব্যাপকভাবে প্রচলিত; এমনকি অনেকে আগেভাগে মৌখিকভাবে পারিশ্রমিক ঠিকও করে রাখেন। আবার অনেকে মুখে কোনো চুক্তি না করলেও মনে মনে প্রতিদান পাওয়ার আশা লালন করেন— যা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এমনকি যে মসজিদে হাদিয়ার পরিমাণ কম থাকে অথবা একেবারেই থাকে না, সেই মসজিদের প্রতি অধিকাংশ হাফেজ সাহেবদের আগ্রহ থাকে না।

সুতরাং, এই লেনদেনটি বাহ্যত শর্তসাপেক্ষ না হলেও হুকুমের দিক থেকে তা শর্তযুক্ত লেনদেনের মতোই গণ্য হবে; যদিও তা 'হাদিয়া' নাম দিয়ে আদান-প্রদান করা হোক না কেন।

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ ও ঝাড়ফুঁকের বিনিময়

আরেকটি মাসআলা হলো— কোনো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা হলে অথবা কুরআনী আয়াত ও সূরার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করলে তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ। যেমন: রোগীর আরোগ্যের উদ্দেশ্যে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম পড়লে তার বিনিময় আদান-প্রদান করা ফক্বীহগণের নিকট বৈধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদিস থেকে ফক্বীহগণ এই মাসআলাটি নিরূপণ করেছেন। হাদিসটি নিম্নরূপ:

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণের একটি কাফেলা সফরে বের হয়। চলতে চলতে তারা একটি মহল্লায় গিয়ে পৌঁছলেন। মুসাফির হওয়ার কারণে তারা মহল্লাবাসীর নিকট মেহমানদারির আবদার জানালেন; কিন্তু কেউ তাদের মেহমানদারি করতে রাজি হলো না, বরং প্রত্যাখ্যান করল।

পরবর্তীতে ওই মহল্লার সরদারকে সাপ কিংবা বিচ্ছু দংশন করল। তারা তাকে সুস্থ করার জন্য সব ধরনের ওষুধ ও চিকিৎসা দিয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। তখন তাদের একজন পরামর্শ দিল, "তোমরা যদি ওই কাফেলার নিকট গিয়ে দেখতে, তবে ভালো হতো; হয়তো তাদের নিকট কোনো সমাধান পাওয়া যেতে পারে।"
অতঃপর তারা সাহাবীগণের নিকট এসে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল, "তোমাদের মধ্যে কি কোনো ঝাড়ফুঁককারী আছে?" একজন সাহাবী বলে উঠলেন, "হ্যাঁ অবশ্যই, আমি ঝাড়ফুঁক করতে জানি। কিন্তু আমরা তো তোমাদের নিকট মেহমানদারি চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি। সুতরাং, কোনো বিনিময় নির্ধারণ করা ছাড়া আমি ঝাড়ফুঁক করব না।"
তখন তারা এক পাল ছাগল দেওয়ার চুক্তি করল। অতঃপর ওই সাহাবী তাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করতে থাকলেন। ফলে সে এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেল, যেন তাকে বন্দি দশা থেকে শিকল খুলে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; সে পূর্ণ সুস্থতার সাথে চলতে লাগল।
অতঃপর তাদেরকে চুক্তিকৃত বিনিময় প্রদান করা হলো। তখন সাহাবীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, "প্রথমে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করব এবং দেখব তিনি কী বলেন।" তারা হুজুর (সা.)-এর দরবারে এসে বিষয়টি খুলে বললেন। শুনে হুজুর (সা.) হেসে বললেন, "তুমি কীভাবে জানলে যে, এটি (সূরা ফাতিহা) একটি শেফা (রোগমুক্তি)?"
তারপর তিনি বললেন—

قَدْ أَصَبْتُمْ اِقْسِمُوْا وَ اضْرِبُوْا لِيْ سَهْمًا مَعَكُمْ

"তোমরা ঠিকই করেছ। বন্টন করো এবং আমার জন্যও একটি অংশ রেখো।"

(সহীহ বুখারী: ২২৭৬, সহীহ মুসলিম: ৫৬৯০)

এই হাদিসের অধীনে বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফয়জুল বারী'-তে মাসআলাটির স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন—

نعمْ لو كان الختمُ لمطالبَ دُنويةٍ طابَ له الأجرة هكذا نقله الشامي وشيّده بنقول كثيرة من أهل المذهب.

(فيض الباري: 515/3)

"হ্যাঁ, যদি (কুরআন) খতম দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হয়, তবে তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। আল্লামা শামী (রহ.) এভাবেই মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের মাযহাবের (হানাফী) ইমামগণের অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (ফয়জুল বারী: ৩/৫১৫)

যদিও 'আল-জাওহারাতুন নাইয়িরাহ' কিতাবে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ বলা হয়েছে, কিন্তু এটি ফিকহী মূলনীতি পরিপন্থী এবং ফক্বীহগণের উদ্ধৃতির বিপরীত হওয়ার কারণে এর ওপর ফতোয়া দেওয়া যায় না। এজন্য আল্লামা শামী (রহ.) সেই কথাটিকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি এখানে মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর বিশেষ গবেষণাধর্মী পুস্তিকা — 'রাফেউল ইশকালাত' থেকে ফতোয়া শামীর উদ্ধৃত অংশটি উল্লেখ করছি:

صاحب جوہرہ را درین جا غلطي شده است كما في رد المحتار: فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. (رافع الإشكالات ص: 16 رد المحتار: 56/6)

"জাওহারাতুন নাইয়িরাহ-এর লেখক এখানে ভুল করেছেন। যেমনটি 'রদ্দুল মুহতার'-এ বর্ণিত হয়েছে: জাওহারাহ কিতাবের এই বক্তব্য যদি অসাবধানতাবশত লেখনীর ভুল হয়ে থাকে, তবে তো কথাই নেই; আর যদি ইচ্ছা করে লেখা হয়ে থাকে, তবে তা সর্বসম্মতভাবে ফক্বীহগণের বক্তব্যের পরিপন্থী, সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

(রাফেউল ইশকালাত, পৃষ্ঠা: ১৬; রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৬)

পরবর্তীতে আল জাওহারাহ গ্রন্থকারের অনুসরণ করে অনেকেই আমভাবে যে কোন ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে ধারণ পোষণ করেছেন, আল্লামা শামী রহ. বলেন –

وقد اغتر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف و تبعه الشارح (الحصكفي) في كتاب الوصايا حيث يُشعر كلامهما بجواز الاستيجار على كلّ الطاعات ومنها القراءة. (رد المحتار ٦/ ٥٦) (١٠/ ٤٢١)

'আল-জাওহারাহ' কিতাবে যা (বৈধতার কথা) আছে, তার দ্বারা 'আল-বাহর' এর লেখক 'ওয়াকফ' অধ্যায়ে ধোঁকায় পড়েছেন এবং 'ওসিয়ত' অধ্যায়ে শারেহ (আল্লামা হাসকফী রহ.) তাঁর অনুসরণ করেছেন; যেহেতু তাঁদের উভয়ের বক্তব্য সকল ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, আর তার অন্তর্ভুক্ত হলো তিলাওয়াতও।"

কিন্তু 'আল-জাওহারা' গ্রন্থকারের অন্য একটি মাসআলার বিবরণ থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, তিনি নিজেও সওয়াবের উদ্দেশ্যে কৃত আমলের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার পক্ষে নন। তিনি 'আল-জাওহারাতুন নাইয়িরাহ'-এর 'ওয়াসায়া' (ওসিয়ত) অধ্যায়ে লিখেছেন—

وإن أوصى لرجل بشيئ ليقرأه على قبره فالوصية باطلة وكذا إذا أوصى أن يضرب على قبره قبة أو أن يطين قبره. (الجوهرة النيرة: 2/ 437)

"যদি কেউ কোনো ব্যক্তির জন্য এই ওসিয়ত করে যে, তাকে কিছু সম্পদ দেওয়া হবে যেন সে তার কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করে, তবে এই ওসিয়ত বাতিল (অকার্যকর)। অনুরূপভাবে যদি সে ওসিয়ত করে যে, তার কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা হোক অথবা কবর পাকা করা হোক তবে সেই ওসিয়তও বাতিল।" (আল-জাওহারাহ: ২/৪৮৩)

এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে, 'আল-জাওহারা' গ্রন্থকার তিন ধরণের ওসিয়তকে গুনাহের কাজের ওসিয়ত হওয়ার কারণে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 'আল-জাওহারা' গ্রন্থকারের ইতিপূর্বে উল্লিখিত সেই বিতর্কিত মাসআলাটি (তিলাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক জায়েজ হওয়া) ইচ্ছাকৃত নয়; বরং তা ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল বা 'সাবক্বে কলম'। যেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.), যা আমরা ইতিপূর্বে পড়ে এসেছি।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও তিক্ত হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের বিদআতী মৌলভীরা এই ভুল ও অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার ওপর নির্ভর করেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে একটি ব্যবসার বস্তুতে পরিণত করেছে। এবং সম্মানিত হাফেজ সাহেবগণও নির্দ্বিধায় খতমে তারাবির বিনিময় বা হাদিয়াকে জায়েজ মনে করে গ্রহণ করছেন। অথচ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত একটি বিশুদ্ধ ইবাদত, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিবেদিত হওয়া উচিত।

কুরআনকে উপার্জনের মাধ্যম বানানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ অনেক আগেই সতর্ক করে গেছেন। সুতরাং, আমি পাঠকদের সমীপে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই সতর্কবাণী কটি শেষবারের মতো উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টেনেই বিদায় নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (رواه الترمذي 2917)

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। কারণ তোমাদের পরে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে ঠিকই, কিন্তু এর বিনিময়ে মানুষের কাছে (দুনিয়া ও সম্পদ) প্রার্থনা করবে। (সুনানে তিরমিযি 2917)

اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به. رواه أحمد

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো এবং এর বিনিময়ে ভক্ষণ করো না (উপার্জন করো না)। (মুসনাদে আহমদ 3/428)

إن أخذتها أخذت قوسا من نار. رواه ابن ماجة

তুমি যদি এটি গ্রহণ করো, তবে আগুনের একটি ধনুকই গ্রহণ করলে। (সুনানে ইবনে মাজাহ 2176)

إن كنت تحب أن تطوّق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبوداود

তুমি যদি আগুনের তৈরি কোনো হার তোমার গলায় পরিধান করা পছন্দ করো, তবে তা গ্রহণ করো। (সুনানে আবু দাউদ 3416)

অবশেষে দুআ করি যেন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করেন, আমীন।

هذا ما أرى، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأً فمنّي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه -
وصلَّى اللهُ تعالَى علَى خيرِ خلقه محمّد وآله وصْحبه أجمعين والحمد لله رب العلمين.

راقم الحروف
العبد الفقير إلى ربه
محمودالرشيد عفا الله عنه وعن والديه
هاتهزاري, شيتاغونغ.

মাহমুদুর রশীদ
পূর্ব শিকারপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাজেলে, দারুল মুঈনুল ইসলাম উলুম হাটহাজারী।